দিতে হয়। কারণ, তিনি 'সখী সংবাদ' ও 'বিরহ' পর্যায়ের গানগুলির মধ্য দিয়া নরনারীর প্রেমের তীব্র আকুতি ও গভীরতা আন্তরিকতার সহিত রূপায়িত করিয়াছেন।

কবিওয়ালা রামনিধি গুপ্তের নামও সেকালে লোকের মুখে মুখে ফিরিত—'নিধুবাবুর টপ্পা' আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি ছিলেন এবং ৯৭ বৎসর (১৭৪১–১৮৩৮) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

হরু ঠাকুরও এককালে খুব বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে, তাহা নানা কারণে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁতিজাতীয় পূর্বোক্ত রঘুনাথ দাসের নিকট কবিগান রচনা শিক্ষা করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই, কিন্তু কবিওয়ালার মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কথিত আছে, একবার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে একদল কবিওয়ালা গান করেন। হরু ঠাকুরের গানে রাজা খুশি হইয়া তাঁহাকে একখানা শাল উপহার দিতেই হরু উহা তাঁহার ঢুলির মাথায় জড়াইয়া দিলেন। রাজা অপমানিত বোধ করিয়া কৈফিয়ত চাহিলে তিনি বলেন যে, তিনি সখের কবি, পেশাদার নন—গান গাহিয়া উপহার নেওয়া তাঁহার আত্মসম্মানে বাধে। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া হরুকে নানাভাবে বিশেষ অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতেরা খুব ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার উদ্দেশে রাজা পণ্ডিতদিগকে একটি সমস্যা পূরণ করিতে বলিলেন। পণ্ডিতেরা কয়েক দিনের সময় চাহিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ হরুকে ডাকাইয়া আনিয়া সমস্যাটি দিলেন, হরুও তৎক্ষণাৎ একটি গানের মাধ্যমে তাহা পূরণ করিলেন। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দিলেন।

(বাংলার কবিগান/রমেশচন্দ্র মজুমদার)

প্রশ্নমালা ঃ

১. গোজলা গুঁই কে? তাঁর শিষ্যদের নাম কী?
২. সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত কবিয়ালের নাম করো।
৩. কবিয়ালদের মধ্যে লেখক কাকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন? কেন?
৪. রামনিধি গুপ্ত কে? কোন্ জিনিস এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করছে?
৫. হরু ঠাকুর কে? তিনি কার কাছে কবিগান রচনা শিক্ষা করেন?
৬. একটি ঘটনার উল্লেখ করে দেখাও, হরু ঠাকুর প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।
৭. কোন্ ঘটনার জন্য হরু পণ্ডিতের খ্যাতি বেড়ে যায়?

Scanned with CamScanner

১০. চন্দ্রকীর্তি কে ছিলেন? তিনি কীভাবে চন্দ্রগোমিনের

(২)

কবিদের মধ্যে সময়ের ক্রম অনুসারে প্রথমেই গোজলা গুঁইর নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইঁহার তিনজন কবিওয়ালা শিষ্য ছিলেন—রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল ও রামজি দাস। তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরাই এদেশে কবিগানকে জনপ্রিয়তা ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নীলু, নৃসিংহ, রামপ্রসাদ ঠাকুর, হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরু ঠাকুর), ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রামানন্দ নন্দী, ভবাণী বণিক এবং রাম বসু। অন্যান্য কবিদের মধ্যে কেষ্ট মুনশি, ঠাকুরদাস সিংহ, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষী, রামনিধি গুপ্ত এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিও কবিওয়ালা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে কবিত্বশক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে উপরোক্ত কবিদের মধ্যে রাম বসুকে সর্বোচ্চ স্থান

Scanned with CamScanner

১০. চন্দ্রকীর্তি কে ছিলেন? তিনি কীভাবে চন্দ্রগোমিনের পাণ্ডিত্যের মর্যাদা দেন?

(২)

কবিদের মধ্যে সময়ের ক্রম অনুসারে প্রথমেই গোজলা গুঁইর নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইঁহার তিনজন কবিওয়ালা শিষ্য ছিলেন—রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল ও রামজি দাস। তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরাই এদেশে কবিগানকে জনপ্রিয়তা ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নীলু, নৃসিংহ, রামপ্রসাদ ঠাকুর, হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরু ঠাকুর), ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রামানন্দ নন্দী, ভবানী বণিক এবং রাম বসু। অন্যান্য কবিদের মধ্যে কেষ্ট মুনশি, ঠাকুরদাস সিংহ, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষী, রামনিধি গুপ্ত এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিও কবিওয়ালা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে কবিত্বশক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে উপরোক্ত কবিদের মধ্যে রাম বসুকে সর্বোচ্চ স্থান

Scanned with CamScanner

দিতে হয়। কারণ, তিনি 'সখী সংবাদ' ও 'বিরহ' পর্যায়ের গানগুলির মধ্য দিয়া নরনারীর প্রেমের তীব্র আকুতি ও গভীরতা আন্তরিকতার সহিত রূপায়িত করিয়াছেন।

কবিওয়ালা রামনিধি গুপ্তের নামও সেকালে লোকের মুখে মুখে ফিরিত—'নিধুবাবুর টপ্পা' আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি ছিলেন এবং ৯৭ বৎসর (১৭৪১–১৮৩৮) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

হরু ঠাকুরও এককালে খুব বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে, তাহা নানা কারণে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁতিজাতীয় পূর্বোক্ত রঘুনাথ দাসের নিকট কবিগান রচনা শিক্ষা করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই, কিন্তু কবিওয়ালার মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কথিত আছে, একবার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে একদল কবিওয়ালা গান করেন। হরু ঠাকুরের গানে রাজা খুশি হইয়া তাঁহাকে একখানা শাল উপহার দিতেই হরু উহা তাঁহার ঢুলির মাথায় জড়াইয়া দিলেন। রাজা অপমানিত বোধ করিয়া কৈফিয়ত চাহিলে তিনি বলেন যে, তিনি সখের কবি, পেশাদার নন—গান গাহিয়া উপহার নেওয়া তাঁহার আত্মসম্মানে বাধে। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া হরুকে নানাভাবে বিশেষ অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতেরা খুব ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার উদ্দেশে রাজা পণ্ডিতদিগকে একটি সমস্যা পূরণ করিতে বলিলেন। পণ্ডিতেরা কয়েক দিনের সময় চাহিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ হরুকে ডাকাইয়া আনিয়া সমস্যাটি দিলেন, হরুও তৎক্ষণাৎ একটি গানের মাধ্যমে তাহা পূরণ করিলেন। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দিলেন।

(বাংলার কবিগান/রমেশচন্দ্র মজুমদার)

প্রশ্নমালা ঃ

১. গোজলা গুঁই কে? তাঁর শিষ্যদের নাম কী?
২. সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত কবিয়ালের নাম করো।
৩. কবিয়ালদের মধ্যে লেখক কাকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন? কেন?
৪. রামনিধি গুপ্ত কে? কোন্ জিনিস এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করছে?
৫. হরু ঠাকুর কে? তিনি কার কাছে কবিগান রচনা শিক্ষা করেন?
৬. একটি ঘটনার উল্লেখ করে দেখাও, হরু ঠাকুর প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।
৭. কোন্ ঘটনার জন্য হরু পণ্ডিতের খ্যাতি বেড়ে যায়?

Scanned with CamScanner